বাল্যবিবাহের মনস্তত্ত্ব

আঠারো বছরের নীচে কারো বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। ছেলে-মেয়ে দুধরনের শিশুরই বাল্যবিবাহ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। তবে, বাস্তবে মেয়ে শিশুদেরই বাল্যবিবাহ বেশি হয়। বাল্যবিবাহ দুজন শিশুর মধ্যেও হতে পারে, তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর সাথে বয়স্ক পুরুষের বিয়ে দেওয়ার রীতি লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহ হয় তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ইউনিসেফ-এর তথ্য মোতাবেক, শতকরা ৬৬ ভাগ বাংলাদেশি মেয়ে শিশুর ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি তিনটি বিয়ের দুটিই হচ্ছে বাল্যবিবাহ।

বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের এক-তৃতীয়াংশ মা হয়ে যায় বা গর্ভধারণ করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান প্রসবের সময় কিশোরী মায়েদের মৃত্যুহার পূর্ণবয়সী মায়েদের দ্বিগুণ। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, যে সমস্ত মায়ের বয়স চৌদ্দর নীচে তাদের শিশুদের মৃত্যুর হার যে সমস্ত মায়ের বয়স চৌদ্দর বেশি তাদের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি।

দ্য বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, এদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স হচ্ছে ১৬.৪ বছর। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ছেলেদের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর হচ্ছে বিয়ের নূন্যতম বয়স। এ আইন থাকা স্বত্ত্বেও, বাল্যবিবাহ হরহামেশাই হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না।

নানা কারণে বাল্যবিবাহ হয়। একটিমাত্র কারণ দিয়ে এর যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্রের কারণে মেয়ের পরিবার মেয়ে শিশুকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে তার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সী মেয়েদের জন্য কম যৌতুক দিতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে ছেলেরা বিয়ের সময় মেয়ের পিতা-মাতাকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বা সম্পদ দিয়ে বিয়ে করে। মেয়ে শিশুর বয়স যত কম হয় এই টাকা বা সম্পত্তির পরিমাণ ততো বেশি। এ কারণে দরিদ্র পিতা-মাতা অধিক সম্পত্তি লাভের আশায় মেয়ে শিশুকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। যখন যুদ্ধ বা এ ধরনের চরম অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বাংলাদেশের অনেক পরিবার 'ইভ টিজিং' বা পুরুষ কর্তৃক মেয়ে শিশুকে হেনস্থা করা থেকে বাঁচানোর জন্য কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কুমারীত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেয়ে শিশু যৌবনপ্রাপ্ত হলে সে হয়তো অন্য কারো সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে অথবা ধর্ষণের শিকার হয়ে কুমারীত্ব হারাতে পারে, এই আশঙ্কায় যৌবনপ্রাপ্তির আগেই মেয়ে শিশুদের বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু জাতিসত্তায় কম বয়সে মেয়ে শিশুর বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। অনেক ধর্মেও আছে এই রীতি। বিশেষতঃ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশ কিছু দেশে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

কোন কোন জাতিতে বা গোত্রে কলহ-বিবাদ মিটানোর জন্য অথবা অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মেয়ে শিশুর সাথে অপরপক্ষের বয়স্ক পুরুষের বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এছাড়া, অনেক সময় বিশ্বাস করা হয় যে মেয়েরা আয়-উপার্জন করতে অক্ষম এবং এরা মূলতঃ সন্তান উৎপাদন ও গৃহকর্মে নিয়োজিত হবে। তাই, তাদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়।

বাল্যবিবাহের পরিণতি কিন্তু ভালো না। এটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর। আঠারোর নীচে মেয়ে শিশুদের শরীর যৌনক্রিয়া অথবা সন্তানধারণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে না। বাল্যবিবাহ দিলে কিশোর বয়সে মেয়ে শিশু সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। যেমন, বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের এক-তৃতীয়াংশ মা হয়ে যায় বা গর্ভধারণ করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান প্রসবের সময় কিশোরী মায়েদের মৃত্যুহার পূর্ণবয়সী মায়েদের দ্বিগুণ। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, যে সমস্ত মায়ের বয়স চৌদ্দর নীচে তাদের শিশুদের মৃত্যুর হার যে সমস্ত মায়ের বয়স চৌদ্দর বেশি তাদের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। আঠারোর নীচে যারা মা হন তাদের গর্ভাবস্থায় অনেক ঝুঁকি থাকে ও জটিলতা হয়। যেমন, প্রচুর রক্তপাত হয়, পায়ুপথ এবং যোনীপথের এক ধরনের সংযোগ হয়ে যায়, রক্তশূন্যতা এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে খিঁচুনি হয়। এসব সমস্যার ফলে মা এবং শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। গর্ভধারণ ছাড়াও, অল্পবয়সে যৌনক্রিয়া করার ফলে মেয়ে শিশুদের যোনী ও পায়ুপথের মধ্যে সংযোগ হয়ে যেতে পারে। যার ফলে সংক্রমণ, ব্যথা ও অস্বস্তি তৈরি হয়। এছাড়াও, মেয়ে শিশুরা নানা রকম যৌন রোগের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

শিশুদের খেলা ও পড়া নিয়ে সময় কাটানোর কথা। এ সময়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হলে তা তাদের জন্য ভয়ানক মানসিক ট্রমা বা চাপ হিসেবে কাজ করে। বিয়ের পর মেয়ে শিশুকে স্বামীর সাথে এবং যৌন জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। বয়স কম হওয়ার কারণে তাদের শিক্ষার পরিমাণও কম থাকে। ফলে, নিজের শরীর, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং যৌনমিলন সম্পর্কে তাদের ধারণা সাংঘাতিক মাত্রায় কম থাকে, যা সমস্যার জটিলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যদি কোন কারণে যৌবনপ্রাপ্তির আগেই স্বামী তার সাথে যৌনমিলন করে তাহলে বিষয়টা মেয়ে শিশুর জন্য আনন্দের না হয়ে ভয়ানক অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে পারে, যা পুরো যৌনপ্রক্রিয়া সম্পর্কেই তাকে নেতিবাচক করে তুলতে পারে। কম বয়সের কারণে মেয়ে শিশুর মাঝে সাংসারিক দক্ষতার ঘাটতি থাকতে পারে। সচরাচর স্বামীর বয়স তার থেকে অনেকটা বেশি হয়। ফলে, সে স্বামীর সাথে ঠিকমতো বোঝাপড়া/যোগাযোগ/ভাব বিনিময় করতে পারে না। ফলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি বন্ধুত্বের না হয়ে অনেকটা অভিভাবক এবং বাচ্চার সম্পর্কের মতো হয়ে ওঠে। সামাজিক দক্ষতার ঘাটতির কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে খাপ খাওয়াতে মেয়ে শিশুর সমস্যা হয়। অনেক সময় অনেক পরিবারে মেয়ে শিশুটি পুত্রবধূর মর্যাদা না পেয়ে, কার্যত গৃহদাসীতে পরিণত হয়। কম বয়সে বিয়ে দিতে হবে বলে মেয়ের পরিবার মেয়েকে শিক্ষিত করার চেষ্টাও ঠিকমতো করে না। ফলে, মেয়েটি অসহায় থাকে এবং কখনও বিপদে পড়লে রুজি করে খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না। সে তার সন্তানকেও ঠিকমতো শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারে না।

বাল্যবিবাহে স্বামীর বয়স বেশি থাকায় এ ধরনের বিবাহে বিধবা হওয়ায় হারও খুব বেশি। এছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে, বাল্যবিবাহে স্ত্রী পরিত্যাগের হারও বেশি থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মেয়েটি দারুণ বিপদে পড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাল্যবিবাহে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকদের দ্বারা মেয়েদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার হার অনেক বেশি। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায়। দেখা যায়, বিবাহিত মেয়ে শিশুটি তার নিজের সন্তানের, স্বামীর বা পরিবারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে পুরোপুরি অন্যের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। এমনকি স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভকালীন চিকিৎসা ইত্যাদি সেবা থেকে সে বঞ্চিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যে সমস্ত মেয়ে শিশু ১৮ বছরের নীচে বিবাহিত হয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা, যেমন, বিষণ্নতা, উৎকণ্ঠা ও বাই-পোলারের মতো ডিসঅর্ডার, বেশি দেখা যায়। গবেষণায় এটাও দেখা গেছে, বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৪১% বেশি। বাল্যবিবাহ হয়েছে এমন মেয়ে শিশুদের মধ্যে অ্যালকোহল, মাদক, ধূমপানে (নিকোটিন) আসক্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বহুমুখী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। দারিদ্র দূরীকরণ, গণসচেতনতা তৈরি, নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন এবং সামাজিক আন্দোলন এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ দারিদ্র দূরীকরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৯৪ সালে

শুরু হয়েছে 'ফিমেইল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম' (এফএসপি)-এর কার্যক্রম। এর আওতায় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এই বৃত্তির শর্ত হচ্ছে, শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত থাকা, বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা অন্ততঃ ৪৫ ভাগ নাম্বার পাওয়া এবং মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত (অথবা বয়স আঠারো না হওয়া পর্যন্ত) বিয়ে না করা।

এই কার্যক্রম যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। যেখানে ১৯৯৫ সালে ১.১ মিলিয়ন বাংলাদেশি মেয়ে শিশু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়তো সেখানে ২০০৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৭ মিলিয়নে। উপরন্তু, বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে-মতে, ১৩.১৫ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের বিয়ের হার শতকরা ২৭ ভাগ থেকে কমে শতকরা ১৪ ভাগে এবং ১৬-১৯ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের বিয়ের হার শতকরা ৭২ ভাগ থেকে কমে শতকরা ১৫ ভাগে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফ মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং এ ধরনের অন্যান্য নির্যাতনমূলক প্রথা ও আচরণ বন্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বহুবিধ সমস্যার উৎস বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সচেতন সবারই এগিয়ে আসা উচিত। সচেতন সবাই এগিয়ে আসুন, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি।

মো. জহির উদ্দিন
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সহকারী অধ্যাপক, সাইকোথেরাপি বিভাগ
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা
ই-মেইল: zahirm_bd@yahoo.com